দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

165

চট্টগ্রাম মেডিক্যালের আহত ছাত্রের মৃত্যু॥ বিক্ষোভ ভাংচুর

চট্টগ্রাম অফিস॥ তিন দিন সংজ্ঞাহীন থাকার পর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও ছাত্রলীগ কর্মী মাহবুব আলম গতকাল বুধবার ভোর ৫টায় চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মাহবুব ২০শে সেপ্টেম্বর বিকালে চন্দনপুরাস্থ তাহার বাসা হইতে বাহির হইলে নিকটবর্তী চট্টগ্রাম কলেজ গেটের সম্মুখ হইতে একদল সশস্ত্র যুবক তাহাকে বেদম প্রহার করে। তাহাকে অজ্ঞান অবস্থায়

(৭ম পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম মেডিকেলের

(১ম পৃঃ পর)

চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

গতকাল সকালে তাহার মৃত্যুর খবর ছড়াইয়া পড়িলে শহরে বিভিন্ন স্থানে খণ্ড খণ্ড বিক্ষোভ মিছিল বাহির হয়। বিক্ষোভকারীদের হাতে আগ্রাবাদ-বাণিজ্যিক এলাকা, জামাল খান মেডিক্যাল কলেজ ও নিউ মার্কের এলাকায় বেশকিছু যানবাহন ভাংচুর হয়। সকাল ১০টায় আগ্রাবাদস্থ বাদামতলী মোড়ে ছাত্রলীগের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা হয়। এ সময় আগ্রাবাদ হইতে বন্দর, বিমান বন্দর, ইপিজেডমুখী ও বিপরীত দিকে ব্যারিকেড দিয়া যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। বেলা ১টা পর্যন্ত এই ব্যারিকেড ছিল। ফলে সমগ্র আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা অচল হইয়া পড়ে। অনুরূপভাবে সকাল ৯টা হইতে ১১টা নিউ মার্কেট মোড়ে ছাত্রলীগের প্রতিবাদ সভা চলাকালে এই এলাকায় যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

চট্টগ্রাম মহানগরী ছাত্রলীগ মাহবুব আলম হত্যার জন্য ইসলামী ছাত্রশিবিরকে দায়ী করিয়া হত্যাকারীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও শাস্তির দাবীতে আগামী ২৮শে সেপ্টেম্বর অর্ধদিবস হরতালসহ ৫ দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। কর্মসূচীর মধ্যে রহিয়াছে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার চত্বরে বিক্ষোভ সমাবেশ, শুক্রবার বাদ জুমা মসজিদে মসজিদে মুনাজাত এবং কেন্দ্রীয়ভাবে মেডিকেল কলেজ মসজিদে মিলাদ মাহফিল, ২৬শে সেপ্টেম্বর পুলিশ কমিশনার অফিস ঘেরাও ও ২৭শে সেপ্টেম্বর কলেজের অধ্যক্ষের অপসারণের দাবীতে অধ্যক্ষের দফতর ঘেরাও।

গতকাল বেলা ২টায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ চত্বরে এবং বিকাল ৩টায় চন্দনপুরাস্থ টেকশাহ মসজিদ প্রাঙ্গণে নিহত মাহবুবের ২টি নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে রাঙ্গুনিয়া থানাধীন নোয়াপাড়াস্থ পারিবারিক গোরস্থানে তাহাকে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ১৪ই সেপ্টেম্বর হইতে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রহিয়াছে। পূর্বদিন প্রায় সারারাত ধরিয়া মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের জের হিসাবে কর্তৃপক্ষ এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এই সংঘর্ষে উভয়পক্ষে ৩০ জন আহত হয়।